বল মা তারা দাঁড়াই কোথা !

লেখক—শ্রীকুমার পাঠক

লতিকা সাহিত্য মন্দির

(বিরস বাংলার সরস কথা)

পূজার চাঁদা দশ পয়সা মাত্র।

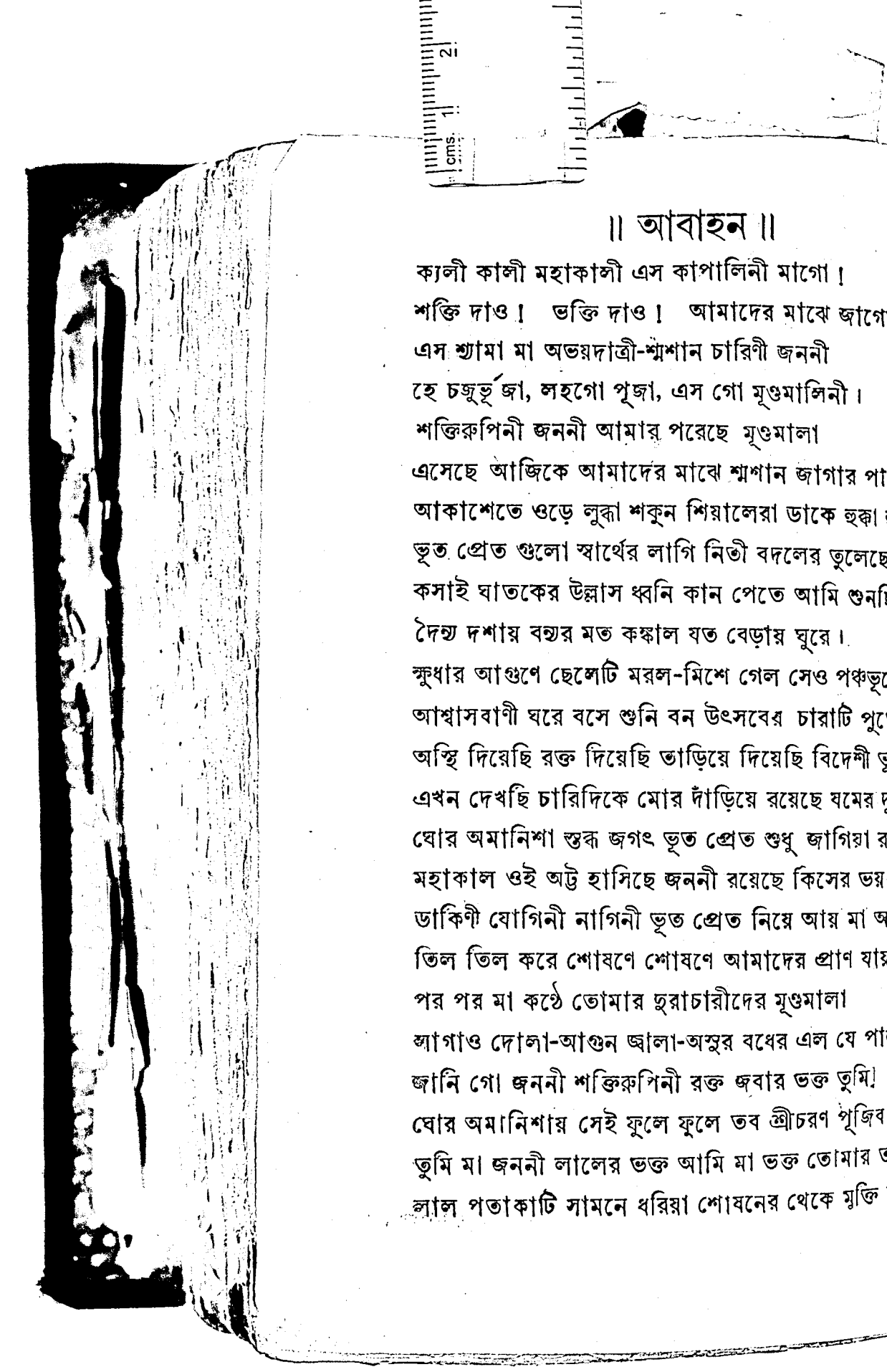

।। আবাহন ।।

ক্যালী কালী মহাকালী এস কাপালিনী মাগো !
শক্তি দাও ! ভক্তি দাও ! আমাদের মাঝে জাগো !
এস শ্যামা মা অভয়দাত্রী-শ্মশান চারিণী জননী
হে চতুর্ভূজা, লহগো পূজা, এস গো মুণ্ডমালিনী।
শক্তিরূপিনী জননী আমার পরেছে মুণ্ডমালা
এসেছে আজিকে আমাদের মাঝে শ্মশান জাগার পালা।
আকাশেতে ওড়ে লুব্ধা শকুন শিয়ালেরা ডাকে হুক্কা হুয়া
ভূত প্রেত গুলো স্বার্থের লাগি নিতী বদলের তুলেছে ধুয়া।
কসাই ঘাতকের উল্লাস ধ্বনি কান পেতে আমি শুনছি ঘরে
দৈন্য দশায় বন্যর মত কঙ্কাল যত বেড়ায় ঘুরে।
ক্ষুধার আগুণে ছেলেটি মরল-মিশে গেল সেও পঞ্চভূতে
আশ্বাসবাণী ঘরে বসে শুনি বন উৎসবের চারাটি পুতে !
অস্থি দিয়েছি রক্ত দিয়েছি তাড়িয়ে দিয়েছি বিদেশী ভূত
এখন দেখছি চারিদিকে মোর দাঁড়িয়ে রয়েছে যমের দূত।
ঘোর অমানিশা স্তব্ধ জগৎ ভূত প্রেত শুধু জাগিয়া রয়
মহাকাল ওই অট্ট হাসিছে জননী রয়েছে কিসের ভয় ?
ডাকিণী যোগিনী নাগিনী ভূত প্রেত নিয়ে আয় মা আয়
তিল তিল করে শোষণে শোষণে আমাদের প্রাণ যায় মা যায়।
পর পর মা কণ্ঠে তোমার দুরাচারীদের মুণ্ডমালা
জাগাও দোলা-আগুন জ্বালা-অসুর বধের এল যে পালা।
জানি গো জননী শক্তিরূপিনী রক্ত জবার ভক্ত তুমি!
ঘোর অমানিশায় সেই ফুলে ফুলে তব শ্রীচরণ পূজিব আমি।
তুমি মা জননী লালের ভক্ত আমি মা ভক্ত তোমার তাই
লাল পতাকাটি সামনে ধরিয়া শোষনের থেকে মুক্তি চাই।

ছিন্ন মস্তা তুমি জননী, ছিন্ন মুণ্ড কণ্ঠমালা
আমাদের প্রাণে অনেক জ্বালা লাগাও দোলা পেটের জ্বালা
শ্মশানকালী মা শ্মশান জ্বালাও শোষক জ্বালাও কর মা ছাই।
রক্ষ রক্ষ রক্ষাকালী মোরা লক্ষ লক্ষ বাঁচতে চাই
এক হাতে তুমি ধরেছ খড়্গ, নরের মুণ্ড অপর হাতে
আর এক হাতে দিতেছ অভয় জীবনের সংঘাতে।
তান্ত্রিক যত তোমাকে মা পূজে আমিও মা এক তন্ত্রধারী
আমার মন্ত্র সমাজতন্ত্র তন্ত্র ছাড়া কি থাকতে পারি!

॥ শ্মশান কালী ॥

শ্মশান! শ্মশান! জ্বালিয়ে মশান্
জ্বালিয়ে জীবন জ্বালিয়ে জ্বালা
এই শ্মশানেই নিঃশেষ হল
কত শত প্রাণ হৃদয় ঢালা।
কত কাঠ পুড়ে কয়লা হয়েছে
এই শ্মশানের বুকে
ছাইয়ে ছাইয়ে কত প্রাণের বেদনা
সুপ্ত রয়েছে সুখে।
আপন বলিতে হেথা কেহ নাই
স্নেহ মমতারা পুড়ে হল ছাই
প্রাণের বসন্ত জাগিয়েছি আমি
যাহাকে লইয়া সুখে
শ্মশানে আসিয়া রুদ্র বহ্নি
দিতে হয় তারই মুখে।

খুলে ফেলে সাজ সকল সজ্জা
দিয়েছি অস্থি-মেদ ও মজ্জা
বল হরি বলে সেই দাবানলে
নিজ আঁখি জলে ভাসিয়ে লজ্জা, দিয়েছি সব।
শ্মশানের কাছে এসে থেমে গেছে
জীবনের কলরব।

শ্মশান কালীর রক্ত চক্ষু
মিথ্যা, ও মানুষ দিয়েছে নিজে
আসলে জননী শ্মশানেতে নাই
থাকিলে থাকেন চক্ষু বুজে।
পুড়ে ছাই হবে সন্তান তার
বুক ফেটে কাঁদে জননী আমার
এর পর মা কি করিয়া বাঁধেন
শ্মশানের মাঝে এমন ডেরা,
জগৎ জননীর সারাটা পৃথিবী
স্নেহ মমতায় রয়েছে ঘেরা।

॥ বাজীমাৎ ॥

বারুদের বাজী নাই প্রয়োজন
অহরহ বাজী ফুটছে
কাজে না পারিলে
মুখেতে আমার কথার তুবড়ী ছুটেছে।
চালবাজী ছেড়ে বন্ধু মহলে
নিজেকে রেখেছি ঢেকে
চিটিং বাজী যে চলিতেছে কত
অবাক হতেছি দেখে

ধাপ্পাবাজীর পাল্লায় পড়ে
টাকা গিয়েছে খোয়া
কথায় ফুলঝুরি ছোটায় যাহারা
কাজের বেলাতে ভোয়া।
রেসের বাজীর আগুনেতে পুড়ে
কত যে হয়েছে ন্যাংড়া
গুলবাজী ছেড়ে বাজীমাৎ করে
এ পাড়ার যত চ্যাংড়া।

॥ বলে দাও শঙ্করী ॥

বহু অভিযোগ রয়েছে আমার জননী তোমার কাছে
দেখ হাত দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা তাক্ তাক্ ধিন নাচে
কালী রূপে এসেছ জননী খড়্গ নিয়েছ হাতে
বাঁচি কি মা মরি কিছু ঠিক নাই জীবনের সংঘাতে।
সাম্রাজ্যবাদের রক্ত রোষের বহ্নিতে পুড়ে হচ্ছি ছাই,
মানুষের পরে এই অন্যায়ের প্রতিশোধ আজ চাই মা চাই।
বাবা ভোলানাথ বুদ হয়ে আছে গাঁজায় লাগিয়ে দম
ভিয়েৎনামেতে মানুষেয় পরে চলছে নাপাম্ বম্
তুমি মা জননী শক্তিরূপিনী চেয়ে দেখ একবার
সারা পৃথিবীতে অসুরেরা সব করিতেছে ছাড়খার।
অসুরকে বধ করিয়া জননী-পরেছ মুণ্ডমালা
এসেছে তোমার আজিকে আবার অসুর বধের পালা।
অলিতে গলিতে পূজার হিড়ীক বিল বই হাতে সব
কানে তালা লাগে মাইকে মাইকে সর্বদা কলরব।
পেটভরে ভাত জোটাতে পারিনা দুইবেলা খেটে মরি,
কেমনে বাঁচিব একবার তুমি বলে দাও শঙ্করী ?

॥ আসল পূজা ॥

টাকা ব্যয় করে মাটীর মাকেই
দিয়েছি আজ ভক্তি সবই ঢেলে,
দ্বিভুজা ওই জননী আমার
ঘরের কোণে ভাসছে আঁখি জলে।
উপরে যার খড় ও মাটী
নিজের মা যে আসল খাঁটী
জীবন পেলাম যে জননীর কোলে
মাটীর মাকে করছি পূজা
নিজের ঘরে আসল মাকে ফেলে।
রক্ত দিয়ে করল মানুষ যে মা
তাকেই যদি যাই গো মোরা ভুলে
সে পূজা ত নেন না জগৎ মাতা
ব্যর্থ পূজা রক্ত জবা ফুলে
নিজের মাকে ভক্তি যারা করে
জননী যে থাকেন তারই ঘরে।

॥ কৈলাসের কথা ॥

[কৈলাস পুরীর একটি প্রাঙ্গনে বসে বসে মা কাঁদছেন। এমন সময় মহাদেব প্রবেশ করলেন।]

মহাদেব—একি তুমি কাঁদছ কেন পার্বতী ?

পার্বতী—কাঁদব না! কি ভাবে সংসার চলছে কিছু খবর রাখ!
ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে শ্মশানে মশানে ঘুরলেই কি
সংসার চলবে ?

মহাদেব—কি করব বল, যাদের হাতে সম্পদের ভার দিলাম—তারা এক একজন বিরাট বিরাট মালিক হয়ে বসল। ঘোর কলি, বুঝেছ পার্বতী ঘোর কলি চলছে, এমন শক্তি নেই যে ওদের সোজা করি। দেখছ না কার্ত্তিকটা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন কাজের চেষ্টা করছে না।

পার্বতী—কার্ত্তিক পরশু দিন উত্তর ভিয়েৎনামে চলে গেছে খবর রাখ কিছু। খালি ত বোম্ বোম্ কর।

মহাদেব—কাকে বলে গেছে শুনি?

পার্বতী—(ক্রুদ্ধ ভাবে) কাউকেই বলে যায় নি। ওখানে গিয়ে একটা চিঠি লিখেছে, শোনো। (পত্র পাঠ)

পরম পূজনীয়া মা!

বেকার বসে থেকে এতদিন তোমাদের গলগ্রহ ছিলাম, এবং নিজের বিদ্যা সব ভুলে যাচ্ছিলাম। তাই আমি নিরুপায় হয়ে এখানে চলে এসেছি। বাংলা দেশে বেকারের সংখ্যা বেশী। ডব্লিউ, বি, এন, ভি, এফ, আর এন, সি, সি, ছাড়া কোথাও কাজ পাওয়া যাবে না দেখে এখানে চলে এলাম। দারুন যুদ্ধ চলছে এখানে। এত দিন বাবার মুখেই বোম্ বোম্ শুনেছি। এখানে সারা দেশই আতঙ্কে বোম্ বোম্ করছে। তবে এটা নাপাম্ বোম। শহর গ্রাম নগর সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অসুরের অত্যাচারে। এই সময় শক্তিরূপে তোমার অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। ইতি—

তোমার স্নেহের কার্ত্তিক।

মহাদেব—(ক্রুদ্ধভাবে) ছেলে চিঠি দিয়েছে বলেই যেতে হবে? আমি যাব না, তুমি একা যাও।

পার্বতী—না গেলে সংসার চলবে কি ভাবে সেটা ভেবে দেখেছ একবার।

মহাদেব—আমার বুকের উপর তুমি দাড়িয়ে থাকবে এ আমার অসহ্য।

পার্বতী—সবটাই যদি অসহ্য হয় তবে বিয়ে করেছ কেন শুনি? মানুষের মধ্যে দেখছ না বিয়ে করে কত লোক সংসার চালাতে পারছে না বলে বউয়ের মুখ ঝামটা খেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে।

মহাদেব—মানুষের দুঃখের জন্য ত মানুষই দায়ী। ওদের মধ্যে জোতদার আছে মজুতদার আছে, পুজিদার আছে মুনাফা-খোর আছে। মালিক শ্রেণী আছে। লক্ষ-লক্ষ মানুষের দুর্দাশার সৃষ্টি করে এরা সুখ ভোগ করছে।

পার্বতী—কিন্তু ওরা ত এর বিরুদ্ধে লড়ছে, কত আন্দোলন, ঘেরাও হচ্ছে, মিটীং ডেপুটেশনের ত অন্ত নেই। ওরা কি চুপ করে বসে আছে?

মহাদেব—মানুষের তুলনা দিওনা বলছি, আমি যাব না। 'তখন মা' নিজ মূর্ত্তি ধরলেন। দিক দিগন্ত মূহুর্ত্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। মায়ের বিশ্বগ্রাসীরুপ দেখে মহাদেব শঙ্কিত হয়ে—দেবীর স্তব সুরু করলেন। দেবী পুনরায় পার্বতীরূপ ধারন করে বললেন। —"অপরাধ নিও না প্রভু! অসুরের বিনাশের জন্যই আমাদের মর্ত্তে যাওয়া। তাছাড়া কার্ত্তিককেও ফিরিয়ে আনা দরকার!

শ্রীরণজিত পাঠক কর্ত্তৃক ১নং গড়ফা মেইন রোড কলিঃ-৩২ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্ত্তৃক ১৩, রাজেন্দ্র সেন লেন, ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রিত।